প্রথম আলো

18 DEC 2025

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

১, কাওরান বাজার, ঢাকা

www.epb.gov.bd

Export Promotion Bureau Bangladesh

ইন্টার্নশিপ আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ইন্টার্নশিপ নীতিমালা, ২০২৩-এর আওতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হতে ছয় মাস মেয়াদে কিছু সংখ্যক ইন্টার্নশিপ প্রদান করা হবে। ইন্টার্নশিপ গ্রহণের জন্য আগ্রহী প্রার্থীগণের নিকট হতে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আবেদনপত্র আহ্বান করা হলো :

০১। আবেদনের যোগ্যতা :

(ক) আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;

(খ) যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিবিএ-এমবিএ, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, লোকপ্রশাসন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা বর্ণিত পরীক্ষায় অবতীর্ণ (Appeared) হতে হবে। অবতীর্ণ প্রার্থীগণকে অবতীর্ণ মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে;

(গ) স্নাতক/স্নাতকোত্তর/সমমান ডিগ্রি অর্জনের ০২ (দুই) বছরের মধ্যে আবেদন করতে হবে; এবং

(ঘ) ইন্টার্নশিপ নীতিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী একজন প্রার্থী শুধু একবারই ইন্টার্নশিপ করতে পারবেন।

০২। কোনো আবেদনকারী অন্য কোনো কর্মে নিয়োজিত থাকলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি সনদ দাখিল করতে হবে।

০৩। ইন্টার্নশিপ নীতিমালা, ২০২৩ অনুচ্ছেদ ১২ (গ) অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীকে একটি ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করতে হবে।

০৪। ইন্টার্ন প্রতি মাসে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে ভাতা প্রাপ্য হবে। ইন্টার্নশিপ ভাতা ব্যতীত অন্য কোন ভাতা/সুবিধা প্রদান করা হবে না।

০৫। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক নির্ধারিত একজন সুপারভাইজারের অধীন ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করতে হবে।

০৬। ইন্টার্নশিপ নীতিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী ইন্টার্নশিপ ভাতা প্রাপ্তির জন্য প্রার্থীকে প্রতি মাসে সুপারভাইজারের নিকট হতে সন্তোষজনক কর্মকালের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে।

০৭। ইন্টার্নশিপ কোনো চাকরি নয়। ইন্টার্নশিপ চলাকালীন ইন্টার্ন কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন মর্মে কোনো প্রকার প্রত্যয়ন প্রদান করা হবে না। তবে, সফলভাবে ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করার পর ইন্টার্নশিপ সনদ প্রদান করা হবে।

০৮। ইন্টার্নশিপ সনদ কোনোভাবেই কোনো প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী, অস্থায়ী বা অন্য কোনো প্রকার চাকরির ক্ষেত্রে প্রাধিকার/অধিকার হিসেবে গণ্য হবে না।

০৯। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করলে প্রাথমিক বাছাইয়ের পর সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের লিখিত বা মৌখিক বা উভয় ধরনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

১০। প্রয়োজনে ক্ষেত্রে লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় প্রার্থীর ই-মেইল/ডাকযোগে/মোবাইলে জানানো হবে।

১১। লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

১২। ইন্টার্নশিপ নীতিমালা, ২০২৩ এর শর্তানুযায়ী প্রার্থী ইন্টার্নশিপ সম্পাদনকালে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বা অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রাপ্তির দাবি করতে পারবেন না।

১৩। নির্বাচিত প্রার্থীকে ইন্টার্নশিপ নীতিমালা, ২০২৩ এর সকল শর্ত, অফিস ব্যবস্থাপনা ও সরকারি গোপনীয়তা সংক্রান্ত দেশে প্রচলিত সকল আইন ও বিধিবিধান প্রতিপালন করে ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করতে হবে।

১৪। ইন্টার্নশিপ গ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীগণকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট [www.mopa.gov.bd-এ] (http://www.mopa.gov.bd-এ) প্রদত্ত ইন্টার্নশিপ নীতিমালা ২০২৩ এর অনুচ্ছেদ ১২(গ) এ সংযোজিত ঘোষণাপত্র ও তাদের জীবনবৃত্তান্ত যথাযথভাবে পূরণ সাপেক্ষে আগামী ১৫-০১-২০২৬ তারিখ বিকাল ০৫:০০টার মধ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ই-মেইল-vc@epb.gov.bd) বরাবর অথবা ডাকযোগে সচিব, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, টিসিবি ভবন, ৫ম তলা, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ বরাবর দাখিল করতে হবে। ১৫-০১-২০২৬ তারিখ বিকাল ০৫:০০টার পরে প্রেরিত মেইল/ডাকযোগে প্রেরিত কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৫। মৌখিক পরীক্ষার সময় আবেদনপত্রে উল্লিখিত সকল তথ্যের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহকৃত চারিত্রিক সনদ/প্রশংসাপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, নাগরিকত্বের সনদ, সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের তিন কপি রঙিন ছবি ইত্যাদি) মূলকপি প্রদর্শনপূর্বক এক সেট সত্যায়িত অনুলিপি জমা দিতে হবে।

(তরফদার সোহেল রহমান)

সচিব (উপসচিব), ইপিবি

ফোন নং : ০২-৫৫০১৩৪২০

The Business Standard
18 DEC 2025

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
১, কাওরান বাজার, ঢাকা
www.epb.gov.bd

ইন্টার্নশিপ আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ইন্টার্নশিপ নীতিমালা, ২০২৩ এর আওতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হতে ছয় মাস মেয়াদে কিছু সংখ্যক ইন্টার্নশিপ প্রদান করা হবে। ইন্টার্নশিপ গ্রহণের জন্য আগ্রহী প্রার্থীগণের নিকট হতে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আবেদনপত্র আহবান করা হলো:

০১। আবেদনের যোগ্যতা:

(ক) আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;

(খ) যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিবিএ-এমবিএ, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, লোকপ্রশাসন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা বর্ণিত পরীক্ষায় অবতীর্ণ (Appeared) হতে হবে। অবতীর্ণ প্রার্থীগণকে অবতীর্ণ মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে;

(গ) স্নাতক/স্নাতকোত্তর/সমমান ডিগ্রি অর্জনের ০২ (দুই) বছরের মধ্যে আবেদন করতে হবে; এবং

(ঘ) ইন্টার্নশিপ নীতিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী একজন প্রার্থী শুধু একবারই ইন্টার্নশিপ করতে পারবেন।

০২। কোনো আবেদনকারী অন্য কোনো কর্মে নিয়োজিত থাকলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি সনদ দাখিল করতে হবে।

০৩। ইন্টার্নশিপ নীতিমালা, ২০২৩ অনুচ্ছেদ ১২ (গ) অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীকে একটি ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করতে হবে।

০৪। ইন্টার্ন প্রতিমাসে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে ভাতা প্রাপ্য হবে। ইন্টার্নশিপ ভাতা ব্যতীত অন্য কোন ভাতা/সুবিধা প্রদান করা হবে না।

০৫। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক নির্ধারিত একজন সুপারভাইজারের অধীন ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করতে হবে।

০৬। ইন্টার্নশিপ নীতিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী ইন্টার্নশিপ ভাতা প্রাপ্তির জন্য প্রার্থীকে প্রতিমাসে সুপারভাইজারের নিকট হতে সন্তোষজনক কর্মকালের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে।

০৭। ইন্টার্নশিপ কোনো চাকরি নয়। ইন্টার্নশিপ চলাকালীন ইন্টার্ন কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন মর্মে কোনো প্রকার প্রত্যয়ন প্রদান করা হবে না। তবে, সফলভাবে ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করার পর ইন্টার্নশিপ সনদ প্রদান করা হবে।

০৮। ইন্টার্নশিপ সনদ কোনোভাবেই কোনো প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী, অস্থায়ী বা অন্য কোনো প্রকার চাকরির ক্ষেত্রে প্রাধিকার/অধিকার হিসেবে গণ্য হবে না।

০৯। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করলে প্রাথমিক বাছাইয়ের পর সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের লিখিত বা মৌখিক বা উভয় ধরনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

১০। প্রয়োজনে ক্ষেত্রে লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় প্রার্থীর ই-মেইল/ডাকযোগে/মোবাইলে জানানো হবে।

১১। লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

১২। ইন্টার্নশিপ নীতিমালা, ২০২৩ এর শর্তানুযায়ী প্রার্থী ইন্টার্নশিপ সম্পাদনকালে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বা অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রাপ্তির দাবি করতে পারবেন না।

১৩। নির্বাচিত প্রার্থীকে ইন্টার্নশিপ নীতিমালা, ২০২৩ এর সকল শর্ত, অফিস ব্যবস্থাপনা ও সরকারি গোপনীয়তা সংক্রান্ত দেশে প্রচলিত সকল আইন ও বিধিবিধান প্রতিপালন করে ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করতে হবে।

১৪। ইন্টার্নশিপ গ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীগণকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট [www.mopa.gov.bd-এ] (http://www.mopa.gov.bd-এ) প্রদত্ত ইন্টার্নশিপ নীতিমালা ২০২৩ এর অনুচ্ছেদ ১২(গ) এ সংযোজিত ঘোষণাপত্র ও তাদের জীবনবৃত্তান্ত যথাযথভাবে পূরণ সাপেক্ষে আগামী ১৫-০১-২০২৬ তারিখ বিকাল ০৫:০০ টার মধ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ই-মেইল-vc@epb.gov.bd) বরাবর অথবা ডাকযোগে সচিব, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, টিসিবি ভবন, ৫ম তলা, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ বরাবর দাখিল করতে হবে। ১৫-০১-২০২৬ তারিখ বিকাল ০৫:০০ টার পরে প্রেরিত মেইল/ডাকযোগে প্রেরিত কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবেনা।

১৫। মৌখিক পরীক্ষার সময় আবেদনপত্রে উল্লিখিত সকল তথ্যের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহকৃত চারিত্রিক সনদ/প্রশংসাপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, নাগরিকত্বের সনদ, সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের তিন কপি রঙিন ছবি ইত্যাদি) মূলকপি প্রদর্শনপূর্বক এক সেট সত্যায়িত অনুলিপি জমা দিতে হবে।

(তরফদার সোহেল রহমান)
সচিব (উপসচিব), ইপিবি
ফোন নং: ০২-৫৫০১৩৪২০

DG-1430/2025 (10x4)

বণিক বার্তা
18 DEC 2025

অর্থবছরের ৫ মাসে পোশাক রফতানি (কোটি ডলার)

পণ্য	২০২৫-২৬ (জুলাই-নভেম্বর)	২০২৪-২৫ (জুলাই-নভেম্বর)	প্রবৃদ্ধি (%)
নিটওয়্যার	৮৮৫.৬২	৮৯৪.৫৫	-১.০০
ওভেন	৭২৭.৫০	৭১৭.১৬	১.৪৪

সূত্র : ইপিবি

পোশাক খাত

পাঁচ মাসে নিটওয়্যারের নেতিবাচক রফতানি প্রবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

নিটওয়্যার ও ওভেন—মোটাদাগে এ দুই ধরনের পোশাক বিশ্ববাজারে রফতানি করে বাংলাদেশ। এসব পোশাক রফতানিতে গত অর্থবছরে বাংলাদেশের মূল্য সংযোজনের হার ছিল ৫৯ শতাংশ। স্থানীয় উৎস থেকে পোশাকের কাঁচামাল উৎপাদন সক্ষমতা বিবেচনায় ওভেনের চেয়ে নিটওয়্যার পোশাক পণ্যের মূল্য সংযোজন সক্ষমতা বেশি। কিন্তু চলতি অর্থবছরের পাঁচ মাসে নিটওয়্যার রফতানির প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক।

রফতানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের সুতা ও কাপড় উৎপাদন এবং সরবরাহকারী শিল্প মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) ভাষ্য অনুযায়ী, রফতানিমুখী নিটওয়্যার পোশাক প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের চাহিদার ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ সরবরাহের সক্ষমতা রয়েছে স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তাদের। অন্যদিকে ওভেন পোশাকের জন্য স্থানীয় উৎস থেকে কাঁচামাল জোগান সক্ষমতা ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশের মতো। অর্থাৎ নিটওয়্যারে মূল্য সংযোজন সক্ষমতা ওভেন পোশাকের চেয়ে বেশি।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ হালনাগাদ পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত নিটওয়্যার পণ্যের রফতানি প্রবৃদ্ধি কমেছে বা ঋণাত্মক ১ শতাংশ। ওভেন পোশাকের রফতানি প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ৪৪ শতাংশ। এ হিসাবেই পাঁচ মাসে নিটওয়্যার রফতানি প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) তথ্য অনুযায়ী, দেশের তৈরি পোশাক রফতানির প্রধান পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ট্রাউজার, টি-শার্ট অ্যান্ড নিটেড শার্ট, সুয়েটার, শার্ট অ্যান্ড ব্লাউজ ও আন্ডারওয়্যার। খাতসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, টি-শার্ট, পোলো শার্ট, আন্ডারওয়্যার, লেগিংস—এ পণ্যগুলো নিটওয়্যার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর শার্ট, ট্রাউজার বা প্যান্ট, জ্যাকেট, ব্লেজার—এ

এরপর » পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

The Daily Star

18 DEC 2025

Target eight sectors to repair macroeconomic fault lines

Economic review urges long-term institution-building, not short-term numbers

STAR BUSINESS REPORT

The country's largest employer, agriculture, is stuck at low value-addition, presenting a litmus test for the nation's diversification push for future growth ahead of its graduation from the least developed country club next year.

In number, the farming sector in Bangladesh employs 44 percent of the workforce, while 75 percent of the produce remains unprocessed, according to an economic review.

It says on top of farming, the government should focus on seven other sectors, such as readymade garment, automotive industry, electronics, light engineering, IT-based freelancing, semiconductor industry, and human capital.

The authorities should adopt an approach emphasising fixing long-standing macroeconomic wounds and laying the groundwork for the future, according to the review by UCB Asset Management released yesterday.

According to the report, ready-made garment is the backbone of Bangladesh's economy, but it must move into man-made fibres and higher-value segments.

Besides, the country risks being trapped in low-value labour unless it climbs the ladder to semiconductor and IT freelancing.

The asset manager argues that the way forward lies not in chasing headline numbers, but in rebuilding institutions, restoring confidence and strategically diversifying the productive base of the economy.

RECOMMENDATIONS FOR KEY SECTORS

Farming: Shift to agro-processing, post-harvest infrastructure, certification

RMG: Diversify into man-made fibres, upgrade skills, improve compliance

Automotive: Align skills with auto and EV needs, move towards manufacturing

Electronics: Provide R&D support, testing labs and export certification

Light engineering: Expand vocational training, link SMEs to supply chains

IT-enabled services: Match skills with global demand, strengthen digital support

Semiconductors: Build specialised talent, integrate it into regional chains

Human capital: Treat skills and institutions as core economic reforms

Opportunities in automobiles, electronics assembly and light engineering are highlighted as realistic next steps, building on existing capabilities and domestic demand.

These sectors, if supported by targeted incentives, quality certification systems and skills development, could integrate Bangladesh more deeply into regional and global supply chains, the report said.

In the automotive industry, the government can consider strengthening backward linkages and developing supply chains for electric vehicles by adopting supporting incentives.

In powering an electronics assembly boom, the country can take lessons from Vietnam's long-term and predictable tax policy in supporting industry, research and development, and human capital development.

There is immense potential in the light engineering sector, but it needs industry-focused vocational training and improved backward linkages.

Apart from these, the report described remittances as the "oxygen" of the economy for its contribution to external stability. Expanding skill-linked overseas employment and offering more attractive, transparent investment options for expatriates are seen as ways to sustain and deepen this vital flow while strengthening foreign exchange buffers.

Underlying all these sectoral strategies is what the report calls a virtuous institutional cycle: building people to build institutions. Investing in education, healthcare and skills is presented not just as a social priority, but as the foundation for stronger governance, higher productivity and inclusive growth.

The Financial Express
18 DEC 2025

SAFEGUARDS IN GSP SEEM UNSAFE FOR BANGLADESH APPAREL

Garment exports to EU might lose duty-free access after graduation

BD apparel to face 12pc duty after post-LDC graduation transition time up to 2029

MONIRA MUNNI

Bangladeshi-made readymade garments might not get duty-free market access to the European Union (EU) under GSP-plus facility after its graduation and related transition period up to 2029, sources say.

After the year 2029, Bangladesh will lose its duty-free market access to the EU under the current EBA or everything-but-arms facility and will eligible to apply for GSP-plus package deal, they say,

But locally made garment exports might not get the duty-free benefit under the EU's new GSP scheme.

The European Commission, its Council and Parliament on December 01 struck an agreement to revise the GSP scheme with effect from January 01, 2027 for ten years.

The concessional-trade scheme, among others, confirms lower product-graduation thresholds, according to an EC statement available on its official website.

According to the proposed provision, the relevant threshold for Bangladeshi textile and garment exports to the EU – the main interest of Bangladesh – will be pared down to 37 per cent from the current 47.2 per cent after 2029 when Bangladesh's transition period would come to an end.

Asked about the latest trade paradigm, EU Ambassador and head of delegation to Dhaka Michael Miller through email communications responded that EBA beneficiaries such as Bangladesh are not subject to this threshold. "The threshold applies only to standard GSP and GSP+ beneficiary countries."

Bangladesh will continue to benefit from the EBA scheme as long as it has LDC status, and, in addition, the benefits will also continue to be provided unilaterally by the EU during a 3-year transition period following the graduation, allowing them to prepare for the GSP or GSP+ requirements.

The EU will help Bangladesh meet GSP+ requirements throughout this period, through financing and the exchange of expertise, he says about the capacity-building assistance.

Explaining the threshold, the EU envoy says the automatic safeguards mechanism is not a novelty introduced by the new GSP Regulation, but an already existing tool and the European Commission has never activated the automatic safeguard mechanism because the relevant thresholds in the GSP Regulation have not been met so far.

More specifically, automatic safeguards would only kick in if a beneficiary country's export of a product meets the specified criteria such as exceeding 37 per cent of EU imports of the same products from all GSP-beneficiary countries.

The automatic safeguards will not apply if the beneficiary's exports of the relevant product do not exceed 6.0 per cent of EU imports of the same products from all countries -- whether or not they are GSP beneficiaries.

"At this point in time, it is not possible to foresee what the share of Bangladesh's exports will be when Bangladesh eventually graduates from the EBA arrangement," Mr Miller adds.

Responding to a query from The Financial Express, Dr MA Razzaque, chairman of Research and Policy Integration for Development (RAPID), has said if a country's

FUTURE OF BD'S DUTY-FREE ACCESS TO EU

CURRENT STATUS

- BD has duty-free access to EU under EBA
- Facility applicable until 2029 (LDC graduation+ transition)

KEY TIMELINE

- **2026:** BD graduates from LDC
- **2027:** EU new GSP scheme takes effect
- **2029:** BD's LDC transition period ends Eligible to apply for GSP+

AUTOMATIC SAFEGUARD THRESHOLDS

- To apply if a product's export exceeds 37% of EU imports of that product from all GSP countries
- Will not apply if that product's export is less than 6% of EU imports of that product from all countries

MAIN CONCERN

BD RMG may not get duty-free access under GSP+

Textile, RMG threshold to be cut to 37% from current 47.2%

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express
18 DEC 2025

share goes over 6.0per cent of total EU imports or 37 per cent of total GSP textile imports for three years in a row, safeguards can be applied, potentially removing duty-free access.

And Bangladesh's share is 24 per cent and around 47 per cent respectively, he mentions, apprehending the loss of the duty benefit which helped the country increase garment exports to the EU for last several years.

The EU as a bloc is Bangladesh's largest export destination, where RMG exports grew significantly over the past decade mainly because of the duty benefits, insiders say.

According to Eurostat data, Bangladesh's RMG exports to the EU were worth €11.54 billion in 2015, which climbed to €18.28 billion in 2024 in a remarkable 58.45-percent growth.

Due to the ramped-up US tariffs, Bangladesh's major competitors like China, Vietnam, India, and Cambodia are focusing on enhancing their EU market shares, insiders say.

Bangladeshi RMG will face 12-percent duty on the EU market after 2029, while it will gradually come down to zero for Vietnam by then because of the latter's free-trade agreement (FTA) with the 27-nation bloc, exposing products from Bangladesh to tough competition, they point out.

Talking to the FE, Fazlee Shamim Ehsan, executive president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), also echoes the view about same uneven competition as there would not be duty-free market access while Vietnam would achieve zero-rated duty.

He stresses diplomatic efforts from the government to withdraw the safeguard clauses and extension for the transition period for six years.

Mr Ehsan also notes that the industry also "must get ready by this time by enhancing its efficiency, productivity and diversification of both products and markets and reducing wastage rate".

Munni_fe@yahoo.com

The Financial Express

18 DEC 2025

RMG exports to EU drop 19.67pc in Oct

FE REPORT

The bloc's apparel imports decline by 14.55pc during the month

The country's readymade garment (RMG) exports to the European Union (EU) recorded a significant 19.67 per cent year-on-year decline in October this year as the bloc's overall apparel imports fell during the month.

According to Eurostat data published on December 16, Bangladesh exported garment items worth €1.40 billion in October this year, down from €1.75 billion in October last year.

The EU's overall apparel imports in October 2025 declined by 14.55 per cent to €7.37 billion from €8.63 billion in the corresponding month of 2024, according to Eurostat data.

Data analysis revealed that the country recorded over 61 per cent growth in January and kept maintaining momentum in February and March with 26.64 per cent and 18.54 per cent growth, respectively. Growth slowed down in April to 5.97 per cent while witnessed a negative growth of 10.92 per cent in May. However, June witnessed a robust recovery as total exports grew by 20.42 per cent followed by a 6.87 per cent growth in July. August recorded a contraction as EU imports from Bangladesh fell by 7.73 per cent before a temporary rebound of 15.66 per cent in September.

Industry insiders said Bangladesh's garment exports to its largest destination, the EU, have been facing stiff competition as major competitors-particularly China-is significantly increasing its shipments there especially after the imposition of new US tariff regime. China, Vietnam, Cambodia and Pakistan have gradually increased their presence in the EU over a decade while the trade race has intensified since new US tariff regime came into effect, they said.

Talking to the FE, Fazlee Shamim Ehsan, Executive President of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said that Bangladesh is facing challenges in the EU where the economy is undergoing difficulties while major competitors like China have been focusing on that market due to high US tariffs on China's goods.

He said China is expanding its share on the EU market aggressively by offering 'much lower prices' to buyers to offset US market-share decline. However, Bangladesh's total garment exports from January to October this year sustained 9.45 per cent growth to fetch €16.67 billion, up from €15.23 billion in the corresponding period of 2024.

China recorded 7.15 per cent growth during the first ten months of 2025 and fetched €22.24 billion. India fetched €4.01 billion marking 8.83 per cent growth during the period, while Cambodia posted a particularly strong performance, with exports surging to €3.73 billion recording 16.15 per cent growth.

Munni_fe@yahoo.com

তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

HOW SOFT-SHELL CRAB EXPORTS ARE SUSTAINING BANGLADESH'S SOUTHWEST

In Bangladesh's southwest coast, thousands of workers depend on soft-shell crab farming, supplying markets in Japan, Europe and the US. But reliance on wild crab stocks in the absence of viable hatcheries pose challenges to further expansion

FEATURE

SAQLAIN RIZVE

On a chilly December noon in Datinakhali, a small village in Shyamnagar, Satkhira, the sun hung overhead, leaving a clear imprint of light on the wooden walkways and plastic crates packed with thousands of crabs. The air — cool and dry despite the bright midday sun — smelled of salt, fish and earth.

Inside the cafeteria, workers paused for lunch, metal plates in hand, quiet conversations marking the break. Soon, work resumed outside. In a familiar, practiced rhythm, they returned to tending the crabs that would soon leave this quiet edge of Bangladesh for distant markets abroad.

Beauty Akter, a 33-year-old worker at Aquamax Seafood, did not know which country the crabs she handled would end up in, or how they would be cooked. As she spoke, she adjusted a stack of plastic crates, a task she has been doing for nearly a decade in the soft-shell crab industry.

"I've worked in three places, but I stayed here the longest," she said. "My son works with me. He earns about Tk9,500 a month, and I earn Tk8,000. Without this job, life would have been quite difficult; my husband remarried 10 or 12 years ago, and I've been supporting myself since then."

Beauty's workday is long and unrelenting. "I come at 7 am and leave at 7pm. Twelve hours daily. I do everything — feeding, helping cut fish, checking crabs, whatever is needed."

She carried a small wooden scoop, carefully moving crabs that had just moulted. "Many of us would have been unemployed without this work. Just like garment factories benefit Dhaka, crab farming benefits us here."

For thousands like Beauty, soft-shell crab farming became not only a job but also a way to survive. Every day, men and women rise before the sun to tend to thousands of crabs, carefully watching over creatures that will soon travel thousands of miles to plates in Japan, Europe and the US.

The work is demanding, the hours long, but it offers something rare in these remote villages: a steady income and a better lifestyle. Families rely on this to feed children, support ageing parents, and build a life in a place where opportunities are scarce. The farms, with their maze of wooden walkways, stacked crates and ponds, are alive with human effort.

Not far from Beauty, Abdus Salam, a 25-year-old worker at another farm, was checking around 4,500 boxes for moulting crabs.

"I've been in this profession for the last four years," he said. "I only completed primary schooling, then couldn't continue due to economic hardship. My daily tasks include checking boxes for dead or moulting crabs, preparing new crabs for boxes, cleaning leftover food, and feeding small pieces of tilapia fish to the crabs. One worker feeds 4,000–5,000 two or three days after.

"Before this, I was involved in excavation work and construction. This job seemed better," he added.

The crabs themselves are sourced primarily from the Sundarbans and nearby rivers.

Shawon Hossain, a 20-year-old collector and employee of Japan Fast Trade, a Japan-Bangladesh joint private investment farm operational since 2017 and one of the biggest in the area, explained the supply chain.

Fishermen catch crabs and sell them to local intermediaries or wholesalers. "We buy from the wholesalers, who supply them in boxes of about

The Business Standard
18 DEC 2025

T-SHELL ORTS AINING ESH'S ST

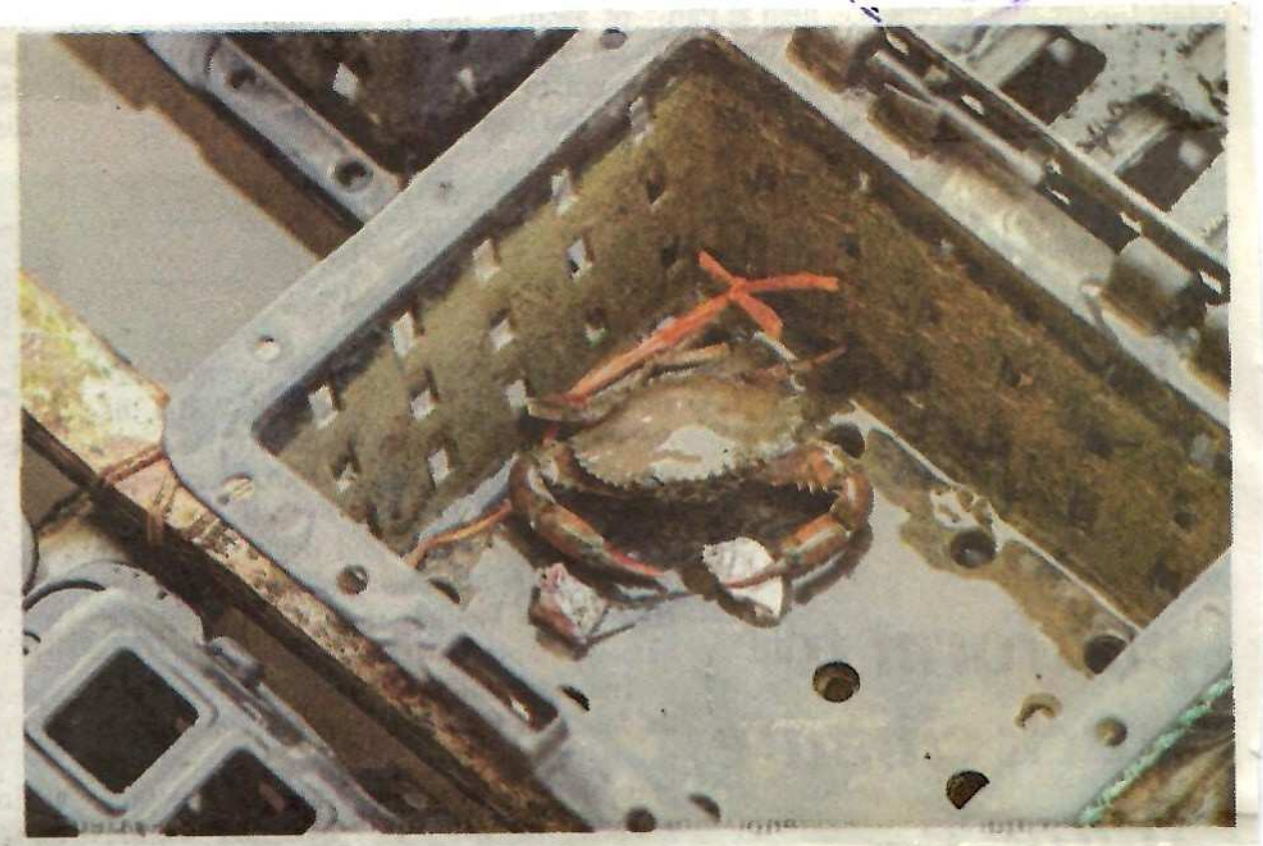

To harvest as soft-shell crabs, they are kept in individual containers until they naturally shed their shells. Immediately after this moulting process.

For thousands like Beauty, soft-shell crab farming became not only a job but also a way to survive. Every day, men and women rise before the sun to tend to thousands of crabs, carefully watching over creatures that will soon travel thousands of miles to plates in Japan, Europe and the US.

The work is demanding, the hours long, but it offers something rare in these remote villages: a steady income and a better lifestyle. Families rely on this to feed children, support ageing parents, and build a life in a place where opportunities are scarce. The farms, with their maze of wooden walkways, stacked crates and ponds, are alive with human effort.

Not far from Beauty, Abdus Salam, a 25-year-old worker at another farm, was checking around 4,500 boxes for moulting crabs.

"I've been in this profession for the last four years," he said. "I only completed primary schooling, then couldn't continue due to economic hardship. My daily tasks include checking boxes for dead or moulting crabs, preparing new crabs for boxes, cleaning leftover food, and feeding small pieces of tilapia fish to the crabs. One worker feeds 4,000–5,000 two or three days after.

"Before this, I was involved in excavation work and construction. This job seemed better," he added.

The crabs themselves are sourced primarily from the Sundarbans and nearby rivers.

Shawon Hossain, a 20-year-old collector and employee of Japan Fast Trade, a Japan-Bangladesh joint private investment farm operational since 2017 and one of the biggest in the area, explained the supply chain.

Fishermen catch crabs and sell them to local intermediaries or wholesalers. "We buy from the wholesalers, who supply them in boxes of about 30-40 kg. Prices depend on size and quality. Crabs suitable for moulting fetch higher prices. Most soft-shell crabs go to Japan," he explained.

> *Commercial crab farming began in Burigoalini and Munshiganj areas of Shyamnagar around 2015. We have five processing factories... There are about 1,200 farms covering roughly 220 hectares. Total annual production is around 17,000 tonnes, of which 15,000 tonnes are soft-shell crabs. Almost 100% is exported. This industry holds huge potential, especially now when we need export diversification.*
>
> **MD TAWHID HASAN**
> SENIOR UPAZILA FISHERIES OFFICER, SHYAMNAGAR

Shawon also sells crabs to local farmers, making him a vital link in the chain between the mangroves and the processing factories.

Supervising the moulting process was Mohammad Iliyas Hossain of Marine Marvel Seafood, 29, from Munshiganj, Shyamnagar, with nine years' experience.

"We keep 40-50g of even bigger crabs in separate boxes for 20–25 days until they moult. After moulting, we harvest them as soft-shell crabs. During peak season, the farm has 140,000 boxes: off-season, around 70,000–75,000. Feeding happens every three days with properly cut tilapia fish," he explained. "Boxes are checked every three to four hours day and night. Dead crabs are removed immediately. Risks exist, but with proper management, the business is profitable."

The economic figures are precise. Hard-shell crabs are bought at Tk500–700 per kg, soft-shell crabs are sold at Tk900–1,000 per kg.

"Feed and labour cost around Tk200 per kg. So the profit stands around Tk200–250 per kg. Daily production is about 200 kg at full operation. Around 100 people,

The Business Standard

18 DEC 2025

mostly young locals, are employed here," Iliyas added.

Shahidul Islam, manager at Japan Fast Trade, painted a more detailed picture. "We produce and export 15–20 tonnes of soft-shell crabs every month. It's completely export-oriented; we don't sell even a kilogram locally. Around 400 employees, mostly from this area, work here."

He outlined the main challenges, "The Forest Department bans the catching of small crabs for three to six months each year. Even then, salaries still need to be paid. Cyclones or floods can disrupt operations, though crabs generally survive well in brackish water. We also keep the process chemical-free."

The company also has an R&D section focused on building a crab hatchery, since the Sundarbans and nearby rivers remain the only main sources of crabs. Yet, despite these efforts, the future of hatchery production feels uncertain.

Md Tawhid Hasan, Senior Upazila Fisheries Officer of Shyamnagar, offered an administrative perspective. "Commercial crab farming began in Burigoalini and Munshiganj areas of Shyamnagar around 2015. Women play a significant role, with a per-capita daily income of around Tk500. We have five processing factories exporting almost all soft-shell crabs to Europe."

However, he pointed out a major challenge: sourcing crabs from nature, as no commercial hatchery exists yet. "Although two trial hatcheries have been launched in Shyamnagar, the output has not been satisfactory," he explained.

"There are about 1,200 farms covering roughly 220 hectares. Total annual production is around 17,000 tonnes, of which 15,000 tonnes are soft-shell crabs. Almost 100% is exported. This industry holds huge potential, especially now when we need export diversification. We are exploring ways to build sustainable hatcheries, because nature cannot provide the same treasure indefinitely," Tawhid added.

A businessman who has been working in Shyamnagar since 2017, speaking on condition of anonymity, explained that their main market lies far beyond Bangladesh, in the US. Yet the country can currently supply only about 5-10% of total demand.

In contrast, Myanmar, Thailand, Indonesia and the Philippines have emerged as major producers, backed by more established systems. Bangladesh, he said, still struggles to scale up, particularly because hatchery production is difficult and depends heavily on access to seawater, which is not always reliable.

Despite these challenges, there have been attempts to push the sector forward. Researchers from UNDP and Tokyo University have provided technical assistance to improve hatchery practices. Outside the hatchery system, he sees few serious social or legal problems. His biggest worry is reputational: unlicensed or informal exports, he warned, could damage Bangladesh's standing in international markets at a time when the industry is still trying to prove itself.

Environmental pressures and sustainability challenges are also evident. A study titled 'Assessment of Soft-Shell Mud Crab (Scylla olivacea) Farming Trend in the Southwest Coastal Region of Bangladesh', published in 2025, highlights that the southwest region demands approximately 5.55 million seed crabs per cycle, entirely dependent on wild stocks.

Daily harvesting per person has dropped from 10.35 kg to 4.38 kg over the last decade. Plastic cage usage has decreased from 99% to 67%, while farm mortality has increased by more than 8% due to low-quality seed crabs. Consequently, farmers prefer small crabs, 30–60g, for faster moulting.

"The unplanned expansion of soft-shell crab farming encroaches on agricultural land, increasing soil and freshwater salinity," Tawhid noted. Hatchery development and formulated feed are crucial for sustainable growth. The rising demand for tilapia for feed also affects local nutrition, as nearly all the supply is now diverted to crab farms.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো